গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
www.ccb.gov.bd

স্মারক নং- ২৬.১২.০০০০.১০৭.২৯.০০১.১৮-৪০৭

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ২৯ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বিষয়ে গোপালগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব শাহিদা সুলতানা
জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
প্রধান অতিথি: প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
বিশেষ অতিথি: জনাব সালমা আখতার জাহান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
তারিখ: ২৮/১১/২০২২, সময়: বিকাল ৩.০০ মিঃ
উপস্থিতি: পরিশিষ্ট "ক"

উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলায় সেমিনার আয়োজন করার জন্য তিনি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে তিনি স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য চেয়ারপার্সন-কে অনুরোধ জানান। বক্তব্যের শুরুতে চেয়ারপার্সন মহোদয় জাতির পিতা এবং ১৫ আগস্টের কালো রাত্রিতে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, জাতির পিতা অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা করে আমাদেরকে স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খন্ড উপহার দিয়ে গেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। ধারাবাহিক উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের আমলে ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণীত হয় এবং একই বছরে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। উক্ত আইন এবং কমিশন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সভা, সেমিনার আয়োজন করার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে তিনি প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হন এবং সকলের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন।

০২। সভাপতির আহবানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে বর্ণনা সভায় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য বান্ধব যুগোপযোগী নীতি কৌশল অনন্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত

করা এবং ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার বিগত ২১ জুন ২০১২ তারিখে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ১৭ জুন ২০১২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। পরবর্তীতে ২১ জুন ২০১২ তারিখে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত আইনের আওতায় সরকার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। কমিশন একটি বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।পৃথিবীর ১৪০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন, কার্যকর রয়েছে। বাজারকে অস্থিতিশীল করতে যেসকল অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা । মনোপলি ব্যবসা প্রতিরোধকল্পে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে The Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 প্রণয়ন করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বলবত থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি হয় নি। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করতে থাকে। উক্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড নিরসনের লক্ষ্যে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয়। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর অধীনে সরকার ২০১৫ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (চেয়ারপার্সন ও সদস্য) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা শীর্ষক ০২ টি প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয়াবলি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইনে ০৭ টি অধ্যায় এবং ৪৬ টি ধারা রয়েছে।

০৩। <u>কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি</u>

কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রতিযোগিতা আইনের ৮ নং ধারাতে বিবৃত করা হয়েছে যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

প্রতিযোগিতা বিরোধী অনুশীলন নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বপ্রণোদিতভাবে প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা। প্রতিযোগিতা বিরোধী অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং তার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মানদন্ড নির্ধারণ করা। প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রচার এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা। প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড সম্পর্কে গবেষণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং এ লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার বরাবর সুপারিশ করা। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা। Code of Civil Procedure এর অধীনে ০১ টি দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, প্রতিযোগিতা কমিশনও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। যথা: হাজির হওয়ার নোটিশ জারি, কোন দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা, তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি তলব করা, সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ইত্যাদি।

০৪। <u>বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম</u>

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কমিশন জাতীয় পর্যায়সহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করছে। পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণেরে সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্প ও

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহকে Competition Compliance Program (CCP) চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে কমিশন ৬৩ টি পণ্য ও সেবার উপর সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ১০ টি পণ্যের সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। UNCTAD এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা আইন পর্যালোচনা পূর্বক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অনুসরণ যোগ্য উত্তম চর্চার বিষয়াবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

০৫। কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতনতার অভাব। লোকবল এবং লজিস্টিক সাপোর্টের অপ্রতুলতা। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিধান এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব। কমিশনের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কোন দপ্তর না থাকা।

০৬। কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

কমিশনের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন। বহির্বিশ্বের প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলির উপর স্টাডি করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা আমাদের দেশে রেপ্লিকেট করা এবং এ লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

০৭। উক্ত উপস্থাপনার পর ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি, বিসিক এর প্রতিনিধি মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা পর্বে কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিভিন্ন ধারা এবং বিধান সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন। সভায় উপস্থিত সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর কপি, আইন এবং কমিশনের বিষয়ে প্রণীত লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে সকলের সাথে শেয়ার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত বিষয়ের উপর ইন হাউজ ট্রেনিংয়ে একটি করে সেশন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

০৮। চেয়ারপার্সন সকলকে কমিশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে সফলতার সাথে এ সেমিনার আয়োজনে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক-কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৩.১১.২০২২

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। সদস্য (সকল), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা;
৩। জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ;
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৫। অফিস কপি।